তারিখ ... 25 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

সংবাদ

রানীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস : পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা

প্রতিনিধি, রানীনগর (নওগাঁ)

নওগাঁর রানীনগরে পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে শনিবারের অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষার ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বন্ধ করে দেন। তাদের নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের বাইরে পরীক্ষা শুরুর আগেই কয়েকজন ছাত্রের কাছে একই ধরনের প্রশ্ন দেখতে পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান। তবে এই বিষয়ের পরীক্ষার দিন এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। জানা গেছে, গত শনিবার উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সুনাম খ্যাত বিদ্যাপিট রানীনগর পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের নৈব্যক্তিক অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর একটু আগেই বেশ কিছু ছাত্র/ছাত্রীর কাছে ওই বিষয়ের প্রশ্নপত্র দেখতে পাওয়া যায়। সাথে সাথে বিষয়টি জানা-জানি হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের তৈরি নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাথে মিল থাকার কারণে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক শনিবারের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষনা করা হয়। এ বিষয়ের পরীক্ষা কবে নেয়া হবে তার দিন তারিখ এখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এই পরীক্ষায় দুই শ্রেণী মিলে প্রায় ১২০ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তবে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের পিছনে ছাত্র ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ানো এবং ভালো ফলাফলের আশ্বাস দেয়া এমন কিছু সংঘবদ্ধ অসাধু অধিকাংশ শিক্ষকরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তারাই কোন না কোনভাবে জড়িত বলে ব্যাপক গুঞ্জন চলছে। এসব শিক্ষকরা ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আঁতাত করে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষা পূর্বে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে নিজের প্রাইভেট পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করেন। তাই এই সব অনৈতিক সুযোগ-সবিধার কারণে শিক্ষার্থীরা ওই বিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষকের কাছে বাধ্য হয়েই প্রাইভেট পড়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের কাছে বর্তমানে বিদ্যালয়ের চাইতে শিক্ষকদের প্রাইভেট হোম অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বিদ্যালয়ে আগের পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ থাকলেও কর্তপক্ষ স্থায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় একের পর এক সংঘবদ্ধ ওই চক্রটি এ ধরণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো নিষেধ এমন আইন থাকলেও এই বিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষকরা তা মানছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী জানান, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকরা বর্তমানে প্রাইভেট পড়ানোতে ব্যস্ত থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনেক শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে পাঠদান করার মতো সময় পান না। নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রাইভেট পড়াতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন তারা। সেসব শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়লে পরীক্ষার পূর্বে এই ধরনের প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুস সোবহান জানান, আমার বিদ্যালয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিজেরাই তৈরি করি এবং সেই সব প্রশ্নপত্র নিয়ে আমি আমার কাছে শক্ত হাতে সংরক্ষণ করে রাখি। যা পরীক্ষার কিছু সময় পূর্বে বের করা হয়। তাই আমাদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে তিনি দোষলেন, যে প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপান ওখানে থেকে কোনভাবে প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের হাতে আসতে পারে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, বিষয়টি জেনেছি তদন্ত সাপেক্ষে দোষিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।